এ লজ্জা কি দিয়ে ঢাকি!

আনিসুর রহমান

সেদিন এক রেস্তোরায় একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। চমৎকার আধুনিক রেস্তোরা। রিসেপশন হল ভর্তি মানুষ। সেখানে নাচ হলো গান হলো - সবই সুন্দর তবে ছন্দ পতন ঘটলো খাবার পর্বে এসে। বড় টেবিলে থরে থরে সাজানো খাবারের ঢাকনা খুলে দিতেই লোকজন বুফে পদ্ধতির সকল নিয়ম ভঙ্গ করে খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

বুফে পদ্ধতিতে খাবারগুলি টেবিলের ওপর বিশেষ ভাবে সাজানো থাকে। প্রথমে প্লেট, তারপর রাইস, তরকারী, সবজি এবং শেষে সালাদ, যাতে লোকজন পাশ দিয়ে হেটে যাবার সময় নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী খাবারগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে প্লেটে তুলে নিতে পারেন। খাদ্য সংগ্রহের যাত্রাটি অবশ্যই প্লেট থেকে শুরু করতে হবে এবং হাঁটতে হবে একদিকে – প্লেট থেকে সালাদের দিকে। আগের জনের নেয়া শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্লেট নিয়ে আগের জনকে অতিক্রম করে সামনে চলে যাওয়া অভদ্রতা। সেদিন হৈচৈ করতে করতে যে যেভাবে পেরেছে খাবার নিয়েছে। একে অভদ্রতা বললে খুব কম বলা হবে। ভিড়ের ভেতর একজনের বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টেবিল থেকে টিসু টেনে বের করে আনাকে ভদ্রতা বলি কি করে। সে রেস্তোরায় বিভিন্ন দেশের লোকজন কাজ করেন, তাদের সবার সামনে সেদিন গোটা বাঙালি জাতিকে নগ্ন করা হয়েছে! সবাই এই অপকর্মে যোগ দিয়েছেন সে কথা বলবোনা। কেউ কেউ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেউ কেউ না খেয়েও বাড়ি ফিরেছেন।

অনুষ্ঠানে কয়েকজন অজি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা খাবার নিতে গিয়ে ভিড় দেখে প্রথমে লোকজনকে প্লেট এগিয়ে দিতে লাগলেন পরে খাবার না নিয়ে দূরে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাদের মুখে একটি হাসি লক্ষ্য করেছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা উপহাসের হাসি। কিন্তু ভালোকরে লক্ষ্য করে দেখি সেটা মোটেই উপহাসের হাসি নয় বরং আনন্দ আর তৃপ্তির হাসি। তারা হয়ত ভাবছিলেন বাংলাদেশে ৫৫,১২৬ বর্গ মাইলে ১৬ কোটি মানুষ বাস করে। ওরা সে দেশে কিইবা খেতে পায়! আমরা ওদের এদেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছি। এখানে এত ভালো ভালো খাবার দেখে পাগলতো একটু হবেই - খাও, প্রাণ ভরে খাও -

এই হাসির খোরাক হতে যাদের ভালোলাগে তারা এ দেশে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে পারেন। কিন্তু এ হাসি আমার খারাপ লাগে কারণ ধারনাটি সত্য নয়। বাংলাদেশে যারা কোনমতে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছে তারা কেউই এ দেশে আসেনি। খাবার নিয়ে অসভ্যতা করেছেন যারা খেতে পান তারাই!

জানিনা এ লেখাটি কয়জন পড়বেন। যারা পড়বেন তাদের অনেকেই সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেননা। আপনারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু আপনাকে পথে ঘাটে কোথাও দেখে সেই অজি মহিলাদের যদি এই অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে যায় এবং তার মুখে আবার সেই হাসি ফুটে ওঠে তাহলে অবাক হব না। এভাবেই কিছু কিছু মানুষের ব্যাবহার গোটা জাতীর ললাটা কালিমা লেপন করে দেয়।

এই হাসি যাদের খারাপ লাগে তাদের সবার কাছে আমার আকুল আবেদন কিছু একটা করার সময় এসেছে। আসুন আমরা সুযোগ পেলেই manners এবং etiquettes নিয়ে কথা বলি; লেখালেখি করি; কিছু মানুষতো অন্তত শিখবে। manners এবং etiquettes এর ওপরে এদেশে অনেক বই আছে, ইন্টারনেটে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে, You Tube এ ভিডিও আছে।

অনেক বিয়ের রিসেপশনে দেখেছি - টেবিল নাম্বার ধরে লোকজনকে খাবার নেবার জন্য ডাকা হচ্ছে অথচ সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কেউ কেউ খাবারের লাইনে গিয়ে ভিড় করছেন। হয়তো ভয় যদি শেষে খাবার না থাকে। কিন্তু ভদ্রতার শিক্ষা হলো মান সম্মান হারিয়ে খাওয়ার চেয়ে না খেয়ে থাকা ভালো। মিষ্টি খেতে ভালোলাগে সেটা বুঝি কিন্তু সে জন্য পাগলের মত পরনের লুঙ্গি বেচে মিষ্টি খেলে লোকজনতো হাসবেই। এতে তৃপ্তি থাকতে পারে সম্মান নেই।

anisur57@gmail.com